



258981 - আরশে ইস্তিওয়াক বসা বা উপবষ্টি দিয়ে তাফসরি করা কিসঠকি?

প্রশ্ন

কোন মুসলমিরে জন্য এ কথা বলা কিজায়যে যে, আল্লাহ্ আরশে উপবষ্টি? আমাদের কি এভাবে বলা জায়যে হবে যে, যখন আল্লাহ্ আরশের উপর বসেন তখন তিনি এটা এটা করেন? উল্লেখ্য, যিনি এ কথা বলছেন তিনি আল্লাহ্র সাথে ঠাট্টা করে বলেননি। কিন্তু তিনি ‘আরশের উপরে বসা’ শব্দটি ব্যবহার করছেন। সুতরাং তিনি কি আল্লাহ্র কাছে ক্ಷমা প্রার্থনা করা এবং এ ধরনের কাজ পুনরায় না করার সন্ধিধান্ত নয়ো যথেষ্ট? এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করাই আমার প্রশ্ন। কেননা আমি আল্লাহ্র সম্পর্কে অসঙ্গত কথা বলার ভয়াবহতা জানি এবং জানি যে, কিছু কিছু অবস্থায় ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যেতে পারে। আমি যাদের কথা উল্লেখ করছি সেটা কি এমন অবস্থার মধ্যে পড়বে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ্র ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হচ্ছে তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেন; যত্নে তাঁর মর্যাদা ও পরিপূর্ণতার সাথে সঙ্গতপূর্ণ সেইভাবে। পবিত্রময় তিনি।

আল্লাহ্র কতিবের সাত জায়গায় ইস্তিওয়া গুণটি উদ্ভূত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র বাণী:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الْأَعْرَافِ/54

(নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি ছয়দিনে আসমান ও জমনি সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশে ইস্তিওয়া করেছেন)[সূরা আরাক, ৭: ৫৪]

ইস্তিওয়া এর মশহুর তাফসরি হলো: উর্ধ্বে উঠা ও উপরে উঠা।

ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ কতিব বলে: ‘তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে এবং তিনি মহান আরশের প্রভু’ শীর্ষক অধ্যায়।

আবুল আলিয়া বলেন: استوى إلى السماء ارفع... (তিনি আসমানের উপরে উঠছেন।)

মুজাহিদ বলেন: استوى माने على العرش (তিনি আরশের উর্ধ্বে উন্নীত হয়েছেন)।

ইমাম বাগাভী বলেন: **ثم استوى إلى السماء**: ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অধিকাংশ পূর্বসূরী (সালাফ) তাফসিরিকার বলছেন: **ارتفع** (আসমানেরে উর্ধ্বে উঠছেন)। [তাফসিরি বাগাভী (১/৭৮) থেকে সমাপ্ত] হাফযে ইবনে হাজার ফাতহুল বারী (১৩/৪১৭)-তে এটি উদ্ধৃত করছেন এবং বলছেন: আবু উবাইদা, আল-ফাররা ও অন্যান্যরাও অনুরূপ কথা বলছেন।

পক্ষান্তরে, **الجلوس** (বসা) এ তাফসিরিটি কিছু হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে; যে হাদিসগুলো সহিহ নয়।

কিন্তু কিছু কিছু সালাফ (পূর্বসূরী) এটাকে ইস্তিওয়া-এর তাফসিরি হিসেবে সাব্যস্ত করছেন; যমেনটি এসছে ইমাম খারজা বনি মুসআ'ব আদ-দুবাযি' থেকে যা আব্দুল্লাহ বনি আহমাদ 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থে (১/১০৫) সংকলন করছেন।

হাফযে দ্বারাকবুতনী তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু পংক্তিতে: **القفود** (উপবসিট) কে সাব্যস্ত করছেন।

যদি এ শব্দটি সাব্যস্ত হওয়া ধরে নেয়া হয় তদুপর্য এক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে অস্বীকার করার বশির্বাশ রাখা ওয়াজবি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“যখন জানা গলে যে, ফরেশেতার ও বনী আদমেরে রূহসমূহ নড়াচড়া করা, উর্ধ্বে উঠা ও অবতরণ করা ইত্যাদি গুণে গুণান্বতি; কিন্তু সটো বনী আদমেরে দহেরে নড়াচড়া ও অন্যান্য গুণাবলী যগুলো আমরা দুনিয়াতে চর্মচক্ষুে দেখে সিগেলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এবং এগুলোর ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘট সম্ভব যা বনী আদমেরে দহেসমূহেরে মধ্যে ঘট সম্ভবপর নয়= সুতরাং প্রভু এ ধরণের গুণে গুণান্বতি হওয়ার সম্ভাব্যতা ও দহেসমূহেরে অবতরণেরে সাদৃশ্য থেকে দূরবর্তী হওয়া আরও অধিক যুক্তযুক্ত।

বরং তাঁর অবতরণ ফরেশেতাদের ও বনী আদমেরে অবতরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; যদিও সটো তাদের দহেরে অবতরণেরে অধিক নিকটবর্তী।

যহেতু মৃতব্যক্তির কবরে বসাটা তার দহে বসার মত নয় সহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আল্লাহর ‘উপবসিট হওয়া ও বসা’-র ব্যাপারে যে হাদিসগুলো এসছে; যমেন জাফর বনি আবু তালবে (রাঃ) এর হাদিস, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর হাদিস= সটো মাখলুকেরে দহেরে বশৈষ্টিয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া অধিক যুক্তযুক্ত।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৫/৫২৭)]

এই শব্দদের ব্যাপারে অধিক নিকটবর্তী অভিমত হলো: এটি ব্যবহার করা থেকে বরিত থাকা। যহেতু এ শব্দটি কুরআনে আসনে, সহিহ হাদিসে আসনে এবং সাহাবীদের উক্তিতেও আসনে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “পক্ষান্তরে আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে স্থতিশীল হওয়ার তাফসিরি সালাফ (পূর্বসূরী) দরে



থেকে মশহুর। ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর ‘নুন্‌যিয়া’ ও অন্যান্য গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

আর ‘বসা’ ও ‘উপবসিট’ মরম্‌তে তাফসরি সালাফদের কটে কটে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছু খটকা আছে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞঃ।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১/১৯৬) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বাররাক (হাফিঃ) বলেন: “কিছু কিছু আছারে আল্লাহ্‌র দিকে ‘বসা’ গুণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর কুরসতিতে যভাবে ইচ্ছা সভাবে বসেন। হতে পারে কোন কোন ইমামও এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এবং শাইখ (অর্থাতঃ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া)-র কথার প্রাসঙ্গিকতা ‘ইস্তিয়া’ উপবসিট হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করার ইঙ্গিত দিয়ে। কিন্তু উত্তম হচ্ছে এ শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বরিত থাকা; যদি না এটি সাব্যস্ত হয়।”[শারহু রসিলাতু তাদমুরিয়া (পৃষ্ঠা-১৮৮) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা ‘বসা’ শব্দ ব্যবহার করার অভিমত পোষণ করি না। বরং এভাবে বলা যাবে: তিনি আরশের উপর ‘ইস্তিয়া’ করেছেন। ইস্তিয়াকে উর্ধ্বে উঠা ও উপরে উঠা দিয়ে তাফসরি করা হবে।

আর কটে যদি কোন কোন সালাফ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সেটাকে আঁকড়ে ধরনে তাহলে এর প্রতিবাদ করা ঠিক নয়।

কিন্তু তাকে এ কথা বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের সামনে এ কথা বলা উচিত নয়। হতে পারে এটি তাদের জন্য ফতিনার কারণ হবে। হতে পারে তারা এটাকে সাদৃশ্যতা মনে করবে।

এই আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এইভাবে বলা কুফরী নয়। বরং এটি ইস্তিয়া শব্দে মতভেদপূর্ণ তাফসরি।

এবং আমরা উল্লেখ করেছি যে অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে: এ শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বরিত থাকা।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞঃ।